পাঠভবনের চিঠি



সংবাদ-সংকলন

এপ্রিল-জুন ১৯৭৩

যুগ্ম সম্পাদক— শ্রীপ্রদীপ দেব ও শ্রীমতী কুন্তলা ঘোষাল

শিশুবিভাগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাষণ

অনেক যত্ন করে এই ঘরটি শিল্পীরা সাজিয়ে আজ তোমাদের আহ্বান করেছেন। এই যে এতদিনের এত যত্নের কাজ এঁরা তোমাদের জন্য করেছেন, এর প্রতি তোমাদেরও কর্তব্য আছে। এ'জন্য তোমাদের সভ্য হতে হবে, সুন্দর হতে হবে। এই যে সুন্দর পৃথিবী, মায়ের মুখের হাসি, পিতার সুগভীর স্নেহ, কত পাখি ডাকছে, মাথার উপরে নীল আকাশ, সব সুন্দর হয়ে উঠেছে, চতুর্দিকে কত শোভা, গান ও বৈচিত্র্য। আমাদেরও এই সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে হবে, আমাদেরও দেবার আছে যাতে আমরা এই সুন্দরের দানের উপযুক্ত হতে পারি। এই ইচ্ছা আকাশের নীল দিগন্তে ব্যাপ্ত। আমাদের মুখের উপর নক্ষত্রের কল্যাণদৃষ্টি, আমাদের জাগরণের উপর অরুণের কিরণচ্ছটা সুন্দর হয়ে আমাদের অহরহ আহ্বান করছে। আমাদের মন যেন সাড়া দিতে পারে। এই যে ঘরটিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ যেন গানের ধুয়ো ধরিয়ে দেওয়া হল। এই ধুয়োটিকে মনে রেখে গানের সাধনা করতে হবে। এই গৃহের সৌন্দর্যকে রক্ষা করা আর এর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তোলা, এই ঘরের ভিতরের সঙ্গে বাইরের সমস্ত কিছুকে মানানসই করে তোলা—এই দায় তোমাদের উপর রইল। এই কাজে তোমরা যেন আনন্দ পাও। ঘরের বাইরের সমস্তকে শোভন করো, ঘরের ভিতরের সমস্তকে সুশৃঙ্খল করো, আর ঘরে যারা বাস করবে সেই তোমাদের মনকে সুন্দর করো।

একদিন তোমরা সবাই বড়ো হয়ে চলে যাবে, আরো সব কত নূতন ছাত্র আসবে। কিন্তু যাবার পূর্বে তোমাদের কিছু দিয়ে যেতে হবে। নূতন ছাত্ররা এসে দেখবে এই গৃহের সামনে গাছ পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে উঠেছে, গৃহের চারিদিকের পথ বাঁধানো, ছায়ায় বসবার বেদী তৈরী, ছেঁড়া কাগজ, নোংরা জিনিস কোথাও পড়ে নেই। তোমরা চলে যাবে কিন্তু এই ঘরের ভিতরে ও বাইরে তোমাদের মমত্ব সুন্দর আকার ধরে থেকে যাবে। তোমরা চলে যাবে তবু এগুলি চিরদিন থাকবে, কেউ ভাঙতে চাইবে না। কেননা অত্যন্ত বর্বর না হলে যা সুন্দর তা কেউ নষ্ট করতে পারে না। যা এলো-মেলো যা বিশ্রী তার ভাগ্যে যত অনাদর। তোমরা যে একদিন এখানে ছিলে এই কথাটি তোমাদের নিজের হাতের যত্নে গড়ে তোলা সমস্ত কিছুর মধ্যে স্থায়ী হয়ে থেকে যাবে।

সেবা বস্তুকেও করতে নয়, যেমন গাছপালা, এমনকি এই দেয়াল, এই মেজে— চতুদিক এমন করে রেখে দেবে যে অতিথিরা 'বাঃ' বলবে। সৌন্দর্যই সব চাইতে বড় আতিথ্য। যে সাজানোকে তোমাদের শিল্পী-বন্ধুরা শুরু করে দিয়েছেন— তাকেই তোমরা যদি সম্পূর্ণ করে যাও তাহলেই তোমাদের এই ঘরটি আপনার হবে। এই ঘরখানি একটি কারুখচিত পাত্রের মত হোক, তার মধ্যে তোমাদের চরিত্র, তোমাদের ব্যবহার সুধারসের মত পূর্ণ হয়ে উঠুক। বাস— তোমাদের এবার ছুটি দেওয়া গেল। আর বেশি বলব না। তোমরা আনন্দিত হও, সবাইকে আনন্দিত করো।

শিশুবিভাগের একটি অনুষ্ঠানে (২৪ চৈত্র ১৩৩৮) গুরুদেবের ভাষণ। শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত। দেশ পত্রিকার ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রভবনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এটি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'পাঠভবনের চিঠি'র দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সংকলনটি প্রকাশ করতে পারছি। প্রথম সংকলনটি হাতে পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দিত হয়েছেন এটা সবাই অনুভব করেছি। আমাদের উৎসাহের পক্ষে এটাই যথেষ্ট।

সংবাদ সংকলনে লেখার একটি মান তৈরী করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। ইতিপূর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই ধরণের লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তবে উদ্যম এবং অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব এই বিশ্বাস পোষণ করি।

পাঠভবনের শিক্ষাধারা প্রকৃত অর্থে বহুমুখী। এখানকার ছাত্রজীবন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ-কেন্দ্রিক নয়, বিচিত্রমুখীনতাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। এই জীবনধারার সংবাদ পাঠভবনের চিঠিতে প্রতিফলিত হলে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে বলা যাবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রথম সংখ্যাতে অনেকগুলি লেখা ছাপানো যায়নি। এই সংখ্যায় সেগুলিকে আগে ছাপানো হল।

এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পুরাতন ঘণ্টাতলার যে লিনোকাট ছবি ছাপা হয়েছে সেটি একাদশ শ্রেণীর শ্রীশৈবাল মিত্র করেছেন, চৈত্য এবং তালধ্বজ বাড়ির লিনোকাট দুটি করেছেন যথাক্রমে অষ্টম শ্রেণীর শ্রীকৃষ্ণসাধন পাল ও সুচরিতা চন্দ্র।

•

দীঘা ভ্রমণ

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি পাঠভবনের একাদশ শ্রেণীর জীববিদ্যা শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দীঘায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মোট দশজন ছাত্র-ছাত্রী ও তিনজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা গিয়েছিলেন। সমুদ্রের কাছেই একটি হোটেলে দু'দিনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথমদিন সমুদ্রের তীরে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহে কেটেছিল। দ্বিতীয়দিন তাদের জুনপুট নামে সমুদ্রতীরবর্তী একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। জুনপুট দীঘা থেকে



প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে। ওখানে বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছের একটি সংগ্রহালয় আছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের এই বিভিন্ন সংগ্রহ দেখানো হয়েছিল।

প্রতিনিধি সভা—১৭ই ফেব্রুয়ারি

১৭ই ফেব্রুয়ারি পাঠভবন দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভার বিবরণ দেওয়া হল। এই সভায় সভাপতি ছিলেন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুব্রত নাগচৌধুরী। উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—

(ক) সেভিংস ব্যাংক সম্বন্ধীয় আলোচনা।

(খ) বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচন।

সেভিংস ব্যাংক সম্বন্ধীয় আলোচনায়—আশ্রম সম্মিলনীর সংবিধানের ১৯ নং ধারা অনুসারে অধ্যক্ষ ২১ নং ধারা পরিবর্তন করেন।

বিশেষ প্রতিনিধিদের পদে নির্বাচিত হন :—

শ্রীগৌতম রায়,
শ্রীমনোজ গুহ,
শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী ও
শ্রীতিথি বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আসর

বিগত ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারি পাঠভবনের বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আশ্রম মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়।

এবছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক প্রতিযোগী যোগদান করেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল চারশ পাঁচ। অবশ্য এছাড়াও মাইনর বিভাগে বহুসংখ্যক শিশু যোগদান করে। খেলাধূলার মান মোটামুটি উন্নত ছিল বলা যেতে পারে। ছেলেদের মধ্যে সিনিয়র ইন্টারমিডিয়েট ও জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যথাক্রমে অসিত বসু (পাঠভবন— ২১ পয়েন্ট) বিধানচন্দ্র দলুই (শিক্ষাসত্র— ১৮ পয়েন্ট) ও অতনু শাশমল (পাঠভবন ১৪ পয়েন্ট) এবং অশোক মাইতি (শিক্ষাসত্র— ১৪ পয়েন্ট)। মেয়েদের মধ্যে উক্ত তিনবিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যথাক্রমে রাজবন্তী সিংহ (শিক্ষাসত্র— ১৬ পয়েন্ট), ভারতী দত্ত (পাঠভবন—১৪ পয়েন্ট) ও শর্মিষ্ঠা সেন (পাঠভবন—১৩ পয়েন্ট)।

এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরে ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্যাপী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় পাঠভবন থেকে মোট পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অবশ্য পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা আশানুরূপ ফল দেখাতে পারেন নি। তবে প্রতিযোগিতাটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল এবং কতকগুলি বিষয়ে পাঠ-ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

মালদহ ভ্রমণ

এবছর দশম শ্রেণীর ঐচ্ছিক ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখাবার উদ্দেশ্যে মালদহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সহ দলে মোট ২০ জন ছিলেন। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় দার্জিলিং মেলে রওনা হয়ে রাত বারোটায় মালদহ পৌঁছলাম। সেখানে মেয়েদের একটি মহিলা-কলেজে ও ছেলেদের তারই সংলগ্ন একটি পান্থ-নিবাসে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এঁদের কাছে আমরা যে আতিথেয়তা পেয়েছি তা সানন্দে স্বীকার করছি।

২৪শে সকালে আমরা গৌড়ে যাই। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের নিদর্শনস্বরূপ যেসব মসজিদ ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে— সেই বড় সোনা মসজিদ লোটন মসজিদ, কোতয়ালি দরওয়াজা প্রভৃতি দেখলাম। কোতয়ালি দরজার কাছেই বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত। আমরা হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে কিছুদূর গেলাম। গৌড় থেকে ফেরার পথে মালদহর রেশমগুটির চাষ দেখলাম। মালদহ শহরের যাদুঘর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে পালযুগ থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু প্রাচীন মূর্তি, পুঁথি, মুদ্রা ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। এরপর পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদ, কুতুবশাহী, আদিনার বিখ্যাত মসজিদ দেখে ফিরে এলাম।

প্রাচীন বাংলার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখে স্বাধীন সুলতানদের ইতিহাসের তথ্য ও নিদর্শন যতটা সম্ভব সংগ্রহ করেছি। প্রসঙ্গত বলা যায় পাঠভবনের ঐচ্ছিক ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছরই এইরূপ ভ্রমণে যান। আমরা ২৬শে সকালে শান্তি-নিকেতন ফিরে আসি।

শিশুবিভাগের সাহিত্য-সভা

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারি সন্তোষালয়ের বারান্দায় সান্ধ্যোপাসনার পর এবছরের প্রথম শিশুবিভাগীয় সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের সাহিত্য বিভাগ এই সাহিত্য সভা দিয়েই তাঁদের কাজ শুরু করেন। এই সাহিত্য সভাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেন। "ওরা অকারণে চঞ্চল" গান দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় রায় মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। শিশুবিভাগের সম্পাদক সভার প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদন সম্বন্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। শ্রীসুপ্রিয় পাল আবৃত্তি করেন। সঙ্গীতা মিশ্র সেতার বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সকলেই তাঁর প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্রী কবিতা আবৃত্তি করেন। "দুই হাতে কালের মন্দির যে সদাই বাজে"—গান দিয়ে সভা শেষ হয়। সভা শেষে সাধারণের বক্তব্যে শিবনাথজী সভাটির খুব প্রশংসা করেন। বিশেষ করে তিনি বলেন যে সঙ্গীতা মিশ্রের সেতার বাজানো তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

নান্নুর ও উদ্ধারণপুর ভ্রমণ

বিগত আঠাশে ফেব্রুয়ারি পাঠভবনের বাংলা বিভাগের তরফ থেকে একটি

শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভ্রমণের দলে ছিলেন নবম ও দশম শ্রেণীর ঐচ্ছিক বাংলার ছাত্রছাত্রীরা এবং একাদশ শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রী। কয়েকজন অধ্যাপক অধ্যাপিকার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা সকাল সাতটার সময় শান্তিনিকেতন থেকে নির্দিষ্ট বাসে নান্নুর ও উদ্ধারণপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কবি বড়ু চণ্ডীদাসের লীলাক্ষেত্র হিসাবে বীরভূমের নান্নুর বিখ্যাত। সকাল ন'টার সময়ে নান্নুরের শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস স্মৃতিতোরণের সামনে বাস পৌঁছল। এই তোরণের শিল্পকর্ম পরিচালনা করেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। নান্নুরে ঢুকে বিখ্যাত চণ্ডীদাসের ঢিবি ও চণ্ডীদাসের উপাস্য বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এবং সংলগ্ন বহু শিবমন্দির দেখা হল। শিবমন্দিরের গায়ে প্রাচীন মূর্তি-শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। সেখান থেকে চণ্ডীদাস তোরণ পেরিয়ে সকলে গেল রামী ধোপানীর পাটা দেখতে। ঐটি বাশুলী দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে একটা পুষ্করিণীর পাশে ফসিল অবস্থায় আছে। এটি নাকি তাঁরই ব্যবহৃত কাপড় কাচার পাটা। এরপর বাসে চড়ে উদ্ধারণপুরে যাওয়া হয় সকাল সাড়ে দশটায়। উদ্ধারণপুরের ঘাট দেখে ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ সকাল এগারোটার সময়ে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং দুপুর বারোটার সময় শান্তিনিকেতনে পৌঁছোন।

মধ্যবিভাগের সাহিত্য-সভা

এ বছরের মধ্যবিভাগের প্রথম সাহিত্য-সভাটি শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা ঠাকুরের সভানেত্রীত্বে বিগত ৬ই মার্চ পূর্বতোরণের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সভার কার্যসূচী নীচে দেওয়া হল।— প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদিকা শ্রীসুজাতা সেন। সমবেত সঙ্গীতে যোগদান করেন সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ও একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅভীক ঘোষ। নৃত্য সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমিলি দত্ত, নন্দিতা মজুমদার, শম্পা মিত্র, রত্না মিত্র, মিতালী পালিত, শর্মিষ্ঠা সেন, পিয়া সেন, সুজাতা সেন, রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, মিঠু সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মৈত্রেয়ী চৌধুরী, স্বর্নাভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভা রক্ষিত। শ্রীসুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। গীটার বাজান শ্রীঅরুণাভ সান্যাল। সভার প্রায় সমস্ত রচনা প্রশংসা লাভ করে। অবশ্য কয়েকটির সমালোচনাও হয়। একজন সমালোচক বলেন যে সভাটিতে প্রবন্ধের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে। আরো দু একটি কবিতা থাকলে মন্দ হত না। তবে সভাটির তারজন্য রসভঙ্গ হয়নি।

সভানেত্রী তাঁর ভাষণে সমগ্র সভাটির প্রশংসা করে বলেন যে বহুদিন পরে একটি সাহিত্য সভার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিগত নয়ই মার্চ সখাসংঘের উদ্‌যোগে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেন। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল— "বিংশ শতাব্দীতে আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে সুখী নই।"

পক্ষে এবং বিপক্ষে মোট চৌদ্দজন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন গ্রহণ করেন শ্রীসমীর ঘোষ, শ্রীললিত মজুমদার ও শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর। উভয় পক্ষের সাত জন ক'রে বক্তা যুক্তি দিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নিজেদের বক্তব্য প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা করেন।

সভাশেষে বিচারক শ্রীসমীর ঘোষ বিচারকমণ্ডলীর তরফ থেকে বিপক্ষ দলের জয় ঘোষণা করেন। বিপক্ষদল পাঁচশ' পঁয়ষট্টি পয়েন্ট এবং স্বপক্ষের দল পাঁচশ পনেরো পয়েন্ট অর্জন করেন। তিনি উভয় পক্ষেরই যুক্তির প্রশংসা করেন এবং জানান এই সভায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে—"আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে বেশী সুখী।"

তিনি দলগত বিজয়ীর কথা ঘোষণা করলেও কোনও ব্যক্তিগত পয়েন্ট প্রকাশ করেন নি।

গান্ধী পুণ্যাহ

১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে এসে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আশ্রমের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত কাজ নিজেরা করতে সংকল্প করেন।

১৯১৫ সালের ১০ই মার্চ এই পরিকল্পনাটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়।

আজ পর্যন্ত প্রতিবৎসর ১০ই মার্চ দিনটি শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর আদর্শ রূপায়নের পবিত্র দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ-বৎসরও ১০ই মার্চ আশ্রমের সর্বত্র সব কাজে হাত লাগিয়ে এই পুণ্যদিবসটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ আশ্রম বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

আন্তবিভাগীয় সাহিত্য-সভা

বিগত ১৩ই মার্চ এ বছরের প্রথম আন্তবিভাগীয় সাহিত্যসভাটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। শ্রীমোহন চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বরচিত প্রবন্ধ ও গল্প পাঠ করেন সংযুক্তা সেনগুপ্ত, কৌশিক ঘোষ, অরূপ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত সরকার, শুভাশিস দত্ত, শঙ্কর দত্ত, শৈবাল মিত্র, রত্নাবলী দে, অমর তাসী ও কাবেরী ভৌমিক। আবৃত্তি করেন শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় ও শমীক ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা।

সভাপতি মহাশয় তাঁর বক্তব্যে সভার স্থান এবং রচনাগুলি নির্বাচনের বিশেষ প্রশংসা করেন। এরপর আশ্রমসঙ্গীত হয়ে সভাটি শেষ হয়।

বসন্ত-উৎসব

বিগত আঠারোই মার্চ শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী নৃত্যে পাঠভবনের অনেক ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। এছাড়া পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা আরও দুটি সমবেত গান ও নৃত্যে যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে আবির খেলা শুরু হয়। এবার পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সন্তোষালয়ের সামনে আবির খেলার ব্যবস্থা করা হয়। নাচ ও গানের আসর বসে।

রাত্রে সঙ্গীতভবন কর্তৃক আয়োজিত 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। পাঠভবনের কিছু ছাত্রছাত্রীও এই নৃত্যনাট্যে যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি সবাই উপভোগ করেন।

বিদায়-সভা

ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম বর্ষ (১৯০১) থেকে অজস্র ছাত্রছাত্রী শান্তিনিকেতনে আশ্রমপ্রকৃতির আশীর্বাদ বহন করে উত্তীর্ণ হয়েছে বৃহত্তর জীবনের বন্ধুর ক্ষেত্র।

১৯৭৩ সালের একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় জীবনের পাঠ শেষ করল। এরা কেউ দীর্ঘ এগার বৎসর কেউ-বা কিছু কম অধ্যয়ন করেছে এখানে। তাদের বিদায় উপলক্ষে বিগত ২০শে মার্চ সন্ধ্যায় পাঠভবন অধ্যয়নাগারের প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রথমে আতর বর্ষণ, চন্দনের ফোঁটা ও একটি করে 'প্রাক্তনী' বই উপহার দেওয়া হয় বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের। তারপর বর্তমান ও বিদায়ী ছাত্রছাত্রীরা একটি ছোট, অনাড়ম্বর অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে বিদায়ীদের সাহিত্যসভার লেখায় যে চলে-যাওয়ার-সুরটি বেজেছিল, তা শেষ বারের মতো ধ্বনিত হ'ল সেই দিনের নাচ, গান ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানটি বিদ্যুৎ বাতির আলোর চেয়ে যদি দূরে চন্দ্রালোকে অনুষ্ঠিত হোত, তাহলে বোধহয় আরও সুন্দর হোত। তাছাড়া পশ্চাদ্‌পট-সজ্জা সেদিনকার আবহাওয়ার সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় নি। অনুষ্ঠানের শেষে কিছু জলযোগের আয়োজন ছিল। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফেরার পালা।

দার্জিলিং ভ্রমণ

২৫শে মার্চ রাত সাড়ে সাতটায় আমরা ২০ জন ছাত্রছাত্রী ও ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ট্রেনে উঠলাম। গন্তব্যস্থান দার্জিলিং। ২৬ তারিখ দার্জিলিঙে পৌঁছেই বেরিয়ে পড়লাম ম্যালে। রাত্রের আলোয় সাজানো ম্যালকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। পরের দিন আসল প্রোগ্রাম। সকালে উঠেই জুলজিক্যাল গার্ডেন ও মাউণ্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট। সমস্ত হিমালয় রেঞ্জের মডেল ও পর্বত শৃঙ্গ, পর্বতারোহনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, উচ্চপার্বত্য-ভূমির মানুষদের খাদ্যতালিকা বিভিন্ন উচ্চ অঞ্চলের

পশুপক্ষীর নমুনা, সর্বোপরি তেনজিংয়ের ব্যবহৃত জিনিষগুলি এর আকর্ষনীয় দ্রষ্টব্য। বিকেলে আবার বিক্ষিপ্তভাবে বেড়ানো— কেনাকাটা, ঘোড়ায় চড়া। পরের দিন রাত সাড়ে তিনটে থেকে সুরু হয়ে গেল টাইগারহিলে যাবার প্রস্তুতি। ভোর চারটেয় ঝড়ের বেগে ট্যাক্সি চালিয়ে পৌছনো হল টাইগার হিলে। কিন্তু রূপসী কাঞ্চনজঙ্ঘা তখনও কুয়াশার ওড়নায় আবৃত। সেখানে সূর্যোদয় দেখলাম। আসবার পথে 'সিন্চল' লেক, 'ঘুম মনেষ্ট্রি' ইত্যাদি দেখে এলাম। ফিরে এসেই আবার ন্যাচরাল হিষ্ট্রি মিউজিয়াম—বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে গেলাম।

দার্জিলিংয়ের অধিবাসীরা নেপালী ও ভুটিয়া। এদের পুরুষদের থেকে মেয়েরাই বেশী কাজ করে। সহরে লোকদের সবচেয়ে বড় ব্যবসা হল হোটেলের ব্যবসা। গ্রামের লোকেরা জুম চাষ করে। চা, বজরা, উপত্যকা অঞ্চলে ধান ইত্যাদি ফলায়। তবে দার্জিলিংে দেখলাম সেখানকার তরুণ-সমাজ একটি বিদেশী-ঘেঁসা ভুঁইফোড় সভ্যতাকে বরণ করে নিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই তাদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়।

পরের দিন—"ফিরে চল আপন ঘরে।" পকেটে একবোঝা সিস্ট, কোয়ার্টজ পাথর, হাতে মদের স্তূপ ও পরিপূর্ণ মন নিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

৩১ তারিখে ড্রইং ও ভূগোলের কুড়িটি ছেলেমেয়ে, আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম।

দিনেন্দ্র-স্মৃতি সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা

গত ৩রা এপ্রিল এই বছরের দিনেন্দ্র স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সপ্তম থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেয়। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীনিমাইচাঁদ বড়াল এবং শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। এইবারের প্রতিযোগিতায় ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী ওয়ঝলওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা বিবেচিত হয়ে দিনেন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া বিদেশী ছাত্রী শ্রীমতী জেরিনা ডিকুকে আশ্রম সম্মিলনীর তরফ থেকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। সেইদিন পাঠভবনের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে পুরস্কার-প্রাপকদের নামও ঘোষণা করা হয়।

বর্ষশেষের মন্দির

১৩৭৯ সনের ৩১শে চৈত্র সান্ধ্য-মন্দিরে সমবেত হয়ে আমরা এ বছরের শেষ দিনটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। চৈত্র শেষের বিচ্ছেদ-বিষন্ন সন্ধ্যার মন্দিরে আমরা অনেকে সমবেত হয়েছিলাম। মন্দিরে আচার্য ছিলেন শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী। মন্ত্রপাঠ করেন শ্রীঅশোকবিজয় রাহা। সেই ম্লান জ্যোৎস্না-জড়িত সন্ধ্যায় বাজপেয়ীজীর কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে বিগত বছরের শেষ সন্ধ্যাটিকে আমাদের কাছে ভাব-গম্ভীর করে তুলেছিল। সেদিন অশোকদা যখন রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন তখন বর্ষশেষের বিরহ-ব্যথা আরও বেশী করে অনুভূত হচ্ছিল। এছাড়া এবারের গানগুলিও ছিল উপযুক্ত। ১৩৭৯ সনকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসতে আসতে কানে যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—"বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া নিশীথ গগনে।"

নববর্ষ

নববর্ষ এসে গেল। শান্তিনিকেতনের আশ্রম প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের বাণী যেন আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল। আশ্রমবাসীরা ১৩৮০ সালের ১লা বৈশাখের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষকে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন জানালেন। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নববর্ষের আবাহন করেন। এইদিন পাঠভবনের তরফ থেকে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই প্রদর্শনী পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি, হাতের কাজ ও মাটির কাজ ইত্যাদিতে সুসজ্জিত ছিল। এই প্রদর্শনী তিন দিন খোলা ছিল। এই পবিত্র দিনে পাঠভবনের ও শিক্ষাসত্রের বার্ষিক পত্রিকা 'আমাদের লেখা' প্রকাশিত হয়। এবারেই প্রথম 'আমাদের লেখায়' একটি রঙীন ছবি ছাপা হয়েছিল। 'মাধবী বিতানের' পাশে সকালবেলায় একটা ছোট দোকান করে সেখানে ওই পত্রিকা বিক্রি করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা হাতে হাতে কিছু পত্রিকা বিক্রি করেন। এইদিন সকালে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনায় পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেন। সেই উপাসনার পর বকুলবীথিতে সমবেত আশ্রমবাসীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এছাড়া এইদিন মন্দিরে উপাসনার পর আম্রকুঞ্জে গুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা এই পুণ্যউৎসবে পাঠ, আবৃত্তি ও গানে যোগদান করেন। পাঠভবনের পক্ষ থেকে আরেকটি হাতে-লেখা সাহিত্য পত্রিকা 'চিরন্তন' সেদিন প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যাবেলায় একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কলকাতার তিন জন বিশিষ্ট শিল্পী সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করে শান্তিনিকেতনবাসীদের যথেষ্ট আনন্দ দেন। এই সান্ধ্যোৎসবে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

চলচ্চিত্র ও নাট্যানুষ্ঠান

বিগত ১৫ই এপ্রিল সান্ধ্যোপাসনার পর পাঠভবনের ছাত্রাবাসের অধ্যয়নাগারে একটি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। এই চলচ্চিত্রে তিনটি গল্প ছিল—প্রথমটি হচ্ছে পাচটি পুতুল, দ্বিতীয়টি প্রতাপ-সিংহের ঘোড়া চৈতক এবং তৃতীয়টি একটি টিয়াপাখী গঙ্গারামকে নিয়ে। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে এই চলচ্চিত্র দেখানো হয়। সকলেই, বিশেষ করে ছোটো ছেলেমেয়েরা এটি যথেষ্ট উপভোগ করে।

ছাব্বিশে এপ্রিল পাঠভবন কর্তৃক আয়োজিত 'বিসর্জন' নাটিকাটি পুরানো ঘণ্টাতলার সামনে অভিনীত হয়। এতে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেন রঘুপতি—অরূপ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ মাণিক্য—অমিতায়ু চট্টোপাধ্যায়, জয়-সিংহ—শমীক ঘোষ, গুণবতী—শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা—সুমেধা দত্ত। অভিনেতা অভিনেত্রীগণ এই নাটকের চরিত্রগুলিকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। ঐ সন্ধ্যায় সমবেত বিপুল দর্শককে এই অভিনয় প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

এই প্রসঙ্গে মঞ্চসজ্জা এবং পাত্র-পাত্রীগণের সু-নির্বাচিত পরিচ্ছদের কথাও অবশ্য উল্লেখ করতে হয়। আবহসংগীতে সেতারের ব্যবহার চমৎকৃত করেছে।

নাটকটি পরিচালনা করেন পাঠভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় ঠাকুর।



সংবাদ সংকলনের লেখক-লেখিকা সূচী

দীঘা ভ্রমণ— আল্পনা দাস
প্রতিনিধি সভা—
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর— সন্দীপ সাহা
মালদহ ভ্রমণ— দশম শ্রেণীর ঐচ্ছিক ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী
শিশুবিভাগের সাহিত্য-সভা— অরূপ দাস
নান্নুর ও উদ্ধারণপুর ভ্রমণ— সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
মধ্যবিভাগের সাহিত্য-সভা— সোনালী সেন
বিতর্ক প্রতিযোগিতা— শঙ্কর দত্ত
গান্ধী পুণ্যাহ— প্রদোষ দেব
আদ্যবিভাগের সাহিত্য-সভা— কুন্তলা ঘোষাল
বসন্ত-উৎসব— সূর্যশঙ্কর ঘোষ
বিদায়-সভা— শমীক ঘোষ
দার্জ্জিলিং ভ্রমণ— সুগত হাজরা
দিনেন্দ্র-স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা— মীনাক্ষী দেবী
বর্ষশেষের মন্দির— কাবেরী ভৌমিক
নববর্ষ— অরূপ মুখোপাধ্যায়
চলচ্চিত্র ও নাট্যানুষ্ঠান— প্রদীপ দেব

শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত— ৮০০